Vol. 7 | No. 2 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চর্যাপদের পাঠ আলোচনা

Volume	7
Issue	2
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
Published online	December 16, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i2.6
Pages	198-204
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চর্যাপদের পাঠ আলোচনা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আমি ৪৮ বর্ষের ২য় সংখ্যা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় 'বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা' প্রবন্ধে চর্যাপদের পাঠ আলোচনা করিয়াছি। ইহার পর কয়েকটি চর্যাপদ সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরলোকগত বন্ধুবর ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী সম্পাদিত চর্যাগীতিকোষ (১৯৫৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে মূলের প্রাচীন তিব্বতী অনুবাদ এবং সম্পাদকের সংস্কৃত অনুবাদ আছে। ইহাতে মূলের পাঠের সংশোধন করা হইয়াছে। আমি এই প্রবন্ধে লিপিতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব, বা ছন্দ অনুযায়ী যে পাঠ শুদ্ধ হয়, তাহার আলোচনা করিব না। এখানে কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম চর্যার বিশুদ্ধ পাঠ দিতেছি,— পাঞ্চ, **পইঠা**, **দিঢ়**, লূই পূছিঅ, **মরিঅই**, ছান্দ বান্ধ, **কপটের**, সুন্থু, **ভিড়ি**, **লেহু**, **ঝাণে**, দীঠা, চবণ, পিণ্ডী, **বইঠা**। ইহার অনেকগুলি চর্যাগীতিকোষে স্বীকৃত হইয়াছে। আমি তাহা মোটা হরফে দেখাইয়াছি। আমি এই প্রবন্ধে সেই সকল পাঠ আলোচনা করিব, যাহাতে অর্থগত পার্থক্য ঘটে।

৬নং। মূল তরঙ্গতে, টীকায় তরংগতে। বাগচী তরসঁন্তে। তাঁহার সংস্কৃত অনুবাদ ত্রাসাৎ। মদীয় তরঙ্গতে। তরঙ্গ শব্দের এক অর্থ সংস্কৃতে gallop (of a horse)। মধ্য বাঙ্গালায় হরিণের উল্লম্ফনকে তরঙ্গ বলা হইয়াছে।

রূপসী হরিণ হয়্যা আপনি অভয়া।
ব্যাধের সম্মুখে আসি পাতিলেন মায়া॥
রৈয়্যা রৈয়্যা যান মাতা দীঘল তরঙ্গ।
তার পাছে ব্যাধ যেন উড়য়ে পতঙ্গ॥

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তিব্বতীতে 'ফ্যোঙ্স্ শিঙ্, ফ্যোঙ্স্ প ধাতুর অর্থ লাফ দেওয়া।

ত্রাস হেতু হরিণের খুর দেখা যায় না — বাগচীর অনুবাদ।
উল্লম্ফন হেতু হরিণের খুর দেখা যায় না — মদীয়।

বাগচী তিব্বতীর অর্থ 'সংত্রস্ত ধাবনাৎ' করিয়াছেন। ইহাতে তরঙ্গ শব্দের অর্থ উল্লম্ফন দাঁড়াইতেছে।

৮নং। মূল মহিকে ঠাবী। বাগচী — নাহিক ঠাবী। তাঁহার সংস্কৃত অনুবাদ নাস্ত্যেব স্থানং। মদীয় — মহীকে ঠাবী। আপত্তি এই যে, প্রাচীন বাংলায় স্বার্থে ক (নাহি ক) নাই। ২য়া, ৪র্থী এবং ৬ষ্ঠী বিভক্তিতে "কে" হয়।

সোনে ভরিলী (ভরিতী) করুণা নাবী।
রূপা থোই মহিকে ঠাবী॥
বাহ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ।

অর্থ হইবে — সোনায় (শূন্যে) ভরা করুণা (= মায়া) নৌকা। রূপা (= রূপ) থুইয়া পৃথিবীর (= সংসারের) ঠাঁই, রে কামলি, গগন (=মহাসুখচক্র) উদ্দেশে তুই বাহ্।

এই অর্থ অতিসঙ্গত। যখন সোনা বোঝাই নৌকায় রূপার ঠাঁই নাই, তখন তাহা মাটিতে রাখিতে হইবে বই কি?

বাগচীর থোই-এর অর্থ স্থাপয়িতুং প্রাচীন বাংলায় হয় না। ইহার অর্থ থুইয়া (স্থাপয়িত্বা)।

১৪নং। তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।

তিব্বতী পাঠের ডঃ বাগচীর প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ — তত্র প্রবিশ্য মতঙ্গ-কন্যা লীলয়া মুক্তং করোতি। (Materials for a Critical edition of the old Bengali Caryapadas)। চর্যাগীতিকোষে তাঁহার অনুবাদ — তত্র মগ্না (আরূঢ়া) মতঙ্গপোতিকা লীলয়া পারং কুরুতে। তিনি মূলের পাঠ পরিবর্তন করেন নাই। আমার সংশোধিত পাঠে 'বুড়িলী' স্থানে চড়িলী। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিলিপিতে চুড়িলী। চর্যাপদে ব এবং চ-এর মধ্যে গোলযোগ আছে। সংস্কৃত টীকা স্থিত্বা, তিব্বতী অনুবাদ শুগ্.স্। ডঃ বাগচী তাহার অনুবাদ করিয়াছেন 'that which enters'; কিন্তু ইহার অনুবাদ হইবে চড়িলী = আরূঢ়া। চর্যার শেষ চরণে আছে চড়িলী; তাহার তিব্বতী অনুবাদে আছে শুগ.স্। তাহার পর

পোইআ শব্দে তিনি সংস্কৃত টীকা অনুযায়ী যোগীন্দ্র হইতে জোইআ পাঠ প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ তিব্বতীতে ইহার অনুবাদ নাই। তাঁহার প্রথম সংস্কৃত অনুবাদের মতঙ্গ-কন্যা স্থানে শেষ অনুবাদে মাতঙ্গ-পোতিকা করিয়াছেন মূলের মাতঙ্গ পোইআ অনুযায়ী। কিন্তু সংস্কৃতে পোতিকা শব্দের অর্থ a potherb. সুতরাং এই পোতিকা অনুবাদ অসঙ্গত। প্রাকৃতে পোইআ শব্দের অর্থ নিমগ্ন (দ্রষ্টব্য পাইঅ-সদ্দ-মহণ্ণব)। আমার চুড়িলী স্থানে চড়িলী পাঠে ঐ চরণটির অর্থ হইবে — তাহাতে (নৌকায়) আরূঢ়া মাতঙ্গী নিমগ্নকে অবলীলা ক্রমে পার করে। ইহাই সঙ্গত। ডঃ বাগচী সংস্কৃত অনুবাদে মগ্না শব্দের পর বন্ধনী মধ্যে আরূঢ়া কোথা হইতে পাইলেন, জানিনা।

এই চর্যাপদের শেষ চরণে আছে —

জো রথে চড়িলা বাহবাণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই।

ডঃ বাগচীর সংশোধিত পাঠে 'বাহবা ন জাই', সংস্কৃত অনুবাদে বাহয়িতুং ন যাতি (পারয়তি)। মদীয় সংশোধিত পাঠ — জো রথে চড়িলা বাহবা ন জানি কুলেঁ কুল বুলই। 'ন জানি' সংস্কৃত টীকা 'অপরিচয়েন' এবং তিব্বতী 'মি শেস্' ইহার সমর্থক। ডঃ বাগচীর পূর্বের তিব্বতী অনুযায়ী সংস্কৃতে অনুবাদে ছিল 'ন জানাতি'। তিব্বতী অনুবাদ 'ব্যিঙ অনুযায়ী বুড়ই sinks পাঠ হয়। কিন্তু সংস্কৃত টীকা 'ভ্রমন্তি' অনুযায়ী শুদ্ধ পাঠ হইবে বুলই wanders. লিপিতে ল এবং ড়-এর মধ্যে গোলযোগ আছে। অর্থের দিক হইতে এই পাঠই সঙ্গত। ডঃ বাগচী পূর্বে বুলই পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে কিন্তু বুড়ই পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। বুড়ই পাঠে চরণটির অর্থ হইবে — যে রথে চড়িল (নৌকা) বাহিতে না জানিয়া কুলে কুলে ডোবে। রথে চড়িয়া কুলে ডোবা হাস্যজনক। বুলই পাঠে অর্থ হইবে — যে রথে চড়িল, (নৌকা) বাহিতে না জানিয়া কুলে কুলে পরিভ্রমণ করে।

১৫নং। কণ্টারা। ডঃ বাগচী কন্ধারা। মদীয় কণ্টারা। মধ্যেযুগের বাংলায় কাণ্ডার তাঁবু অর্থে পাওয়া যায়। ইহা সংস্কৃত কন্ধাবার হইতে ব্যুৎপন্ন, অর্থ camp.

মূল — সুনা পান্তর। ডঃ বাগচী ইহার অর্থ সংস্কৃতে 'শূন্য প্রান্তর' করিয়াছেন। মদীয় পাঠ সূনা পন্থর। তিব্বতীতে স্তোঙ্ প'ই লম্ = শূন্যের পথ। সুতরাং মদীয় 'শূন্য পথের' এই অর্থই ঠিক।

১৪নং। উছারা — সংস্কৃত উৎসূর। উছর হয়েছে বেলা (মাণিকরাম, ধর্মমঙ্গল)। অর্থ অপরাহ্ণ।

১৬নং। মূল — তুসেঁ ঘোলই। ডঃ বাগচীর সংস্কৃত অনুবাদ তুষেণ (with chaff) ঘূর্ণতে। মদীয় তুসেঁ = তৃষ্ণায়, সংস্কৃতে তৃষয়া। তৃষ্ণায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অনুবাদ সঙ্গত। তুষের দ্বারা ঘোরে, হাস্যজনক।

১৭নং। সারি সুণিআঁ (বাগচী)। সারি মুণিআ (মদীয়), Tib. শেস্ = জান। প্রাকৃতে মুণ্ ধাতু জানা অর্থে, সংস্কৃত মন্। প্রতিলিপি মুণেআ।

করহা — সংস্কৃত করভ। প্রাকৃত করহ = উষ্ট্র (দ্রষ্টব্য পাইঅ-লচ্ছী)। সরহপাদের দোহায় করহা = উষ্ট্র।

১৮নং। মূল—সঅল বি টালিউ। অর্থ — সকলং নাশিতং (বাগচী)। সঅল বিটালিউ = সকল অশুচি করিলি (মদীয়)। বাগচীর অর্থ সংস্কৃত টীকা অনুযায়ী। কিন্তু প্রাকৃতে বিট্টাল = অস্পৃশ্যসংসর্গ (দ্র. হেমচন্দ্র ৮।৪।৪২২)। সিন্ধী ভাষায় বিটার = অশুচি করা; মারাঠী বিটাল = অপবিত্রতা; গুজরাটী বিটাল = ঋতুমতী নারী।

১৯নং। মূল—উছলিআঁ, পরের চরণে চলিআ। উছলিলা, চলিলা (বাগচী)। উছলিআঁ অসমাপিকা ক্রিয়া; চলিয়া = সংস্কৃত চলিত। অতীত কালে ইয়া। সুতরাং বাগচীর পাঠ পরিবর্তন অনাবশ্যক।

২০নং। খমন = খমনস্, শ্রমণ (বাগচী)। শ্রমণ হইতে খমণ ব্যুৎপন্ন নয়। ইহা ক্ষপণক হইতে, জৈন প্রাকৃতে খমণ, প্রাকৃতে খবণ, অর্থ জৈন কিংবা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ইহার গূঢ়ার্থ খ = শূন্য + মন। বাহ্যার্থই সঙ্গত। তিব্বতী গূঢ়ার্থ লইয়াছে।

২১নং। মূল—নিসিঅ অন্ধারী সুসার চারা।

নিসি অন্ধারী মুসা অচারা (বাগ্চী)।

নিসিত আন্ধারী মূসার চারা (মদীয়)।

অর্থ — নিশা অংধকারবতী মূষক আচরতি (বাগচী)। আঁধার নিশায় মূষিকের চার (খাদ্য) (মদীয়)।

নিশিত — 'ত' অধিকরণে। চারা = চার; হিন্দীতে জন্তুর খোরাক, আসামীতেও এই অর্থ।

মূল — চরঅ অমণ ধান।

করঅ অমিঅ পাণ (বাগচী)।
চরই আমণ ধাণ (মদীয়)।

সংস্কৃত টীকা — মধুপানাস্বাদনং করোতি। ইহা গূঢ়ার্থ। বাহ্যার্থ, আমন ধানে চরে; ইন্দুরের পক্ষে ইহা সঙ্গত।

মূল — খণঅ গাতী। বাগচী ঐ। খণই গাতো (মদীয়)। অর্থ — খনতি গর্তং (বাগ্‌চী)। খোঁড়ে গর্ত (মদীয়)। সংস্কৃত গর্ত্ত, প্রাকৃত গত্ত, প্রাচীন বাং গাত; গাতো চরণান্তে ওকার, যথা রত্তো, উন্মত্তো (চর্যা ১৯)।

মূল — চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী। বাগ্‌চী ঐ। থা তো (মদীয়)। চঞ্চল মূষক (ঃ) কবলয়িত্বা নাশকঃ স্থিতেঃ নিক্ষেপস্য বা (বাগ্‌চী)। চঞ্চল মূষিক বুঝিয়া নাশের জন্য থাক্ তুই (মদীয়)। নাশক = নাশের জন্য, 'ক' বিভক্তি তাদর্থ্যে। কলিআঁ = সং, আকলয্য = বুঝিয়া।

মূল — মুষা এর চা। মুসা অচার (বাগ্‌চী)। মূসাএর চারা (মদীয়)। অর্থ — মূষকস্য আচরণং (বাগ্‌চী)। মূষিকের চার (মদীয়)।

২৬নং। মূল — বহল বট। বহল বঢ় (বাগ্‌চী)। বহণ বাট (মদীয়)। অর্থ — বহলং বৃদ্ধং = অতিসান্দ্র very much compact (বাগ্‌চী)। চলন পথে (মদীয়)।

জনাব সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে অসমীয়া ভাষায় বহল বাট 'বিস্তীর্ণ পথ' অর্থে। ইহা গ্রহণযোগ্য। 'বহণ বাট' পাঠ তিব্বতী 'বব্ লম্ অনুযায়ী।

মূল — দুই মার। বাগ্‌চী ঐ। দুই আর (মদীয়)। বাগ্‌চী মার্গ হইতে 'মার' ব্যুৎপন্ন মনে করেন। ইহা অসম্ভব। সং টীকা 'দ্বয়াকারং'। দ্বয়াকার (মদীয় অর্থ)।

৩২ নং। মূল — পার উআরেঁ সোই গজিই
দুজ্জণ সাঙ্গে অবসরি জাই ॥
পার উআরেঁ সোই মজিই।
দুজ্জন সঙ্গে অবসরি জাই॥ (বাগ্‌চী)
পার উআরে জোঈ সীঝই।
দুজ্জণ সঙ্গে অবস মরি জাই ॥ (মদীয়),

সং টীকা সিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি তে (যোগিবরা ঃ)। ইহার অর্থ যোগী সিদ্ধি পায়। অতএব শুদ্ধ পাঠ জোঈ সীজই। টীকায় "মজ্জন্তি" পাঠ নাই। অবস মরি জাই, তিব্বতী অনুবাদে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অবস =সং অবশ্য; ইহার তিব্বতী অনুবাদ নাই। সরহের দোহায় অবস=অবশ্য। বাগচীর সংস্কৃত অপসৃত্য যাতি। ইহা টীকা কিংবা তিব্বতী সমর্থন করে না।

৩৩ নং। মূল— বেঙ্গ (গ) সংসার বড়হিল জাঅ।
বেঙ্গস সাপ বড্‌হিল জাঅ (বাগ্‌চী)

আমার পূর্বতন পাঠ ছিল 'বেঙ্গ সাপ সম চড়িল জাই'। আমার সংশোধিত পাঠ 'বেঙ্গসঁ সাপ চড়িল জাই'। ইহা তিব্বতী অনুবাদ অনুযায়ী even the serpent is being chased by the frog. ইহার অর্থ হইল, বেঙ্গ দ্বারা সাপ আক্রান্ত হয়। চড়াই আক্রমণ অর্থে বাঙ্গালা এবং হিন্দীতে প্রচলিত। হিন্দীতে চঢ়্‌ ধাতু। বেঙ্গসঁ—সঁ করণ বিভক্তি।

৩৪ নং। মূল — ইন্দী জানী। বাগ্‌চী ঐ। অর্থ, ইন্দ্রিয়ং জ্ঞাত্বা। তিব্বতী অনুযায়ী ইন্দ্রজাল। আমার পাঠ ইন্দীজালী, অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ। সংস্কৃতে জাল শব্দ সমূহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ল এবং ণ-এ মিল, যথা নিবাণেঁ, পণালেঁ, (চর্যা ২৭ নং)। ৩০ নং চর্যায় ইন্দ্রিআল= ইন্দ্রিয়জাল, টীকায় ইন্দ্রিয়সমূহ।

৪০ নং। মূল — কালেঁ বোব। কালে বোব (বাগচী)। অর্থ--বধিরেণ মূক ঃ। কাল বোবেঁ (মদীয়)। অর্থ—বোবাদ্বারা কালা। বাগ্‌চীর পাঠ সং টীকা অনুযায়ী; কিন্তু কালাদ্বারা বোবাকে বোঝান অসঙ্গত। তিব্বতী অনুযায়ী বোবাদ্বারা কাণাকে (অন্ধকে)। তিব্বতীতে "কাল" অর্থে "কাণ" (অন্ধ) ভ্রমক্রমে। উপরে বলা হইয়াছে "গুরু বোব (বোধ) সে সীসা কাল" — গুরু বোবা, সেই শিষ্য কালা।

৪৯ নং। মূল—বাজ ণাব। রাজ নাব (বাগ্‌চী)। অর্থ রাজ-নৌঃ। ইহা তিব্বতী অনুযায়ী বটে। কিন্তু বাজ ণাব অর্থে বজ্রযান রূপ নৌকা। ইহা সঙ্গত। তিব্বতীতে মূল বাজ স্থানে "রাজ" পাঠ ভ্রান্ত।

মূল — অদয় বঙ্গালে (দঙ্গালে) ক্লেশ (দ্রেশ) লুড়িউ। অদয় বঙ্গালে দেশ লুড়িউ (বাগচী)। অদয় বঙ্গাল দেস লুড়িউ (মদীয়)। বাগ্‌চীর পাঠ সং টীকা অনুযায়ী। মদীয় পাঠ তিব্বতী অনুযায়ী। বাগ্‌চীর পাঠে অদয় (নির্দয়) বাঙ্গাল দ্বারা দেশ লুণ্ঠিত হইল। মদীয় পাঠে অদয় (অদ্বয়) রূপ বঙ্গাল দেশ লুট করিলাম। আদ্যন্ত বিচার করিলে এই পাঠই সঙ্গত। বজ্রযান রূপ নৌকায় পাড়ি দিয়া প্রজ্ঞারূপ পদ্মার খালে প্রবেশ করিলাম এবং অদ্বয়রূপ বাঙ্গালা দেশ লুট করিলাম। ইহার গূঢ়ার্থ হইতেছে, বজ্রযানের সাধনায় প্রজ্ঞালাভ করিয়া অদ্বয় সিদ্ধি পাইলাম।

৫০ নং। মূল — হেঞ্চে। বাগ্‌চী ঐ। অর্থ প্রহত্য। হিএঁ (হিঞে) (মদীয়)। সং টীকা হৃদয়েন।

মূল — কঙ্গুরিণ। কঙ্গুরি (বাগ্‌চী)। কঙ্গুচিন (মদীয়)। সং টীকা অঙ্গচিন। তব্বত। কম্‌গুচন। অর্থ কাংনি, সংস্কৃত কঙ্গু, কঙ্গুনী panicum italicum.

মূল — চারি বাসে ভাইলা (টীকায় গড়িল) রেঁ দিআঁ চঞ্চালী। চারি বাসেঁ ভাইলারে দিআ চঞ্চালী (বাগ্‌চী)। চারি বাঁসে গড়িলা রে দিআঁ চঞ্চালী (মদীয়)। চঞ্চালী তিব্বতী অনুযায়ী smyug ma'i rib-ma বাঁশের বেড়া। কিন্তু তিব্বতী টীকায় চঞ্চালী স্থানে gtum-mo চণ্ডালী। মদীয় পাঠে অর্থ, চারি বাঁশ গড়িল দিয়া চেঁচাড়ী। কিন্তু তিব্বতীর টীকার পাঠে অর্থ, চণ্ডালী দিয়া চারি বাঁশ গড়িল। মূলে প্রকৃত পাঠ ছিল 'চৌডুলী'। তাহাতে অর্থ হইবে, চারি বাঁশ দিয়া গড়িল রে চৌডুলী (মড়ার খাট)। ইহাতে পরের চরণের 'তঁহি তোলি' (তাহাতে তুলিয়া) বাক্যাংশের সহিত বেশ অর্থে মিল হয়।

মূল — নিরেবণ। বাগচী ঐ। নিব্বাণ কিংবা নিচেবণ (নিশ্চেতন) (মদীয়)। নিরেবণের অর্থ নির্বৃত হইতে পারে না। তিব্বতীতে mya ṅan' das = নির্বাণ।